জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.২৩-৭২৫

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১৬ নভেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-২

বিষয় : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল ও গ্রহণ, জামানত, প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীর যোগ্যতা, মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য প্রদান, মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ ইত্যাদি

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি জারী হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য প্রার্থীগণ অনলাইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনয়নপত্র দাখিল করবেন অথবা রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি দাখিল করার জন্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-১) সংগ্রহ করবেন। ইতোমধ্যে উক্ত ফরমসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। ফরম বিতরণের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে।

২। **মনোনয়নপত্র দাখিল:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যোগ্য ব্যক্তিগণ মনোনয়নপত্র ফরম-১ অনুযায়ী সরাসরি বা অনলাইনে দাখিল করবেন।

(১) **অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (খ) উপদফার বিধান এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৩ বিধির (২)(খ) ও (৩) উপবিধি অনুসারে অনলাইনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

(ক) অনলাইনে মনোনয়নপত্র পূরণ ও দাখিল করার উদ্দেশ্যে পোর্টালে প্রবেশ করে তার জাতীয় পরিচয় নম্বর বা ভোটার নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি এবং নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম এন্ট্রি করিয়া রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে; রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর ইউজার নেইম ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্রের বায়োমেট্রিক হিসাবে সংরক্ষিত মুখাবয়ব তথ্যের সাথে প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী চেহারা শনাক্তকরণ (Facial Recognition) করতে হবে;

(গ) কোনো প্রার্থী পোর্টালে প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে মনোনয়ন, ব্যক্তিগত তথ্যাদি ও হলফনামা সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রি করবেন এবং অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (হলফনামা, আয়কর প্রদান সংক্রান্ত কাগজপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ) স্ক্যান করে Portable Document Format (পিডিএফ) আকারে সংযুক্ত করবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরাসরি দাখিল করতে হবে;

(ঘ) প্রার্থী পোর্টালে রক্ষিত অনলাইনে পেমেন্ট মেথড ব্যবহার করে জামানত বাবদ নির্ধারিত অর্থ প্রদান করার পর মনোনয়নপত্রটি দাখিল করবেন;

(ঙ) রিটার্নিং অফিসার অনলাইনে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃজিত বা প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুসারে "ফরম-১" এর পঞ্চম খণ্ড অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন এবং প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ ও বাছাইয়ের নোটিশ অনলাইনে প্রার্থীকে প্রেরণ করবেন;

অফিসের ঠিকানা:
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ:
ফোন: +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল: secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস: www.ecs.gov.bd

(চ) দফা (ঙ) এর অধীন মনোনয়নপত্র দাখিলের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকার, মনোনয়নপত্র বাছাই এর স্থান ও তারিখ, মনোনয়নপত্র বাছাই এর সিদ্ধান্ত, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং প্রতীক বরাদ্দসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যায়ক্রমে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে এবং উল্লিখিত তথ্যাদি পোর্টালেও প্রদর্শিত হবে; এবং

(ছ) রিটার্নিং অফিসার, প্রয়োজনে, অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদির মূল কপি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্ধারিত দিনে তার নিকট দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন।

(২) **সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিল:** সরাসরি মনোনয়নপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে মনোনয়ন ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে। প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক তা দাখিলের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার উহার প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করবেন।

৩। **অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের পদ্ধতি স্থানীয়ভাবে প্রচার:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের দফা (৩) এর উপদফা (ক) এর বিধান এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (২) অনুযায়ী অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারগণও স্থানীয়ভাবে উল্লিখিত অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ:** জারীকৃত সময়সূচি অনুসারে আগামী **৩০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অর্থাৎ যদি কোন প্রার্থী বা তার প্রস্তাবকারী অথবা তার সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন অথবা উক্ত শেষ দিনের পূর্ববর্তী কোন দিনে রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আসেন, তাহলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (১ক) এবং অনুচ্ছেদ ১২ এর দফা (৩) অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার তা গ্রহণ করবেন এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকেও গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিবেন। মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার সময় মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে ক্রমিক নম্বর প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত ক্রমিক নম্বরের পূর্বে **রিও**- এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে গৃহীত **সরিও**- প্রদান করলে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। একজন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র এক স্থানে জমা দিলে সেক্ষেত্রে প্রথমে একটি পূর্ণ নম্বর প্রদান করে অন্যান্য কপিতে বন্ধনীতে (ক), (খ) অথবা (১), (২) ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে। অনলাইনে দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রমিক নম্বর প্রদত্ত হবে।

৫। **প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের যোগ্যতা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী কোন নির্বাচনি এলাকার যে কোন ভোটার উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের যোগ্যতা সম্পন্ন যেকোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করেননি এমন কোন ব্যক্তি প্রস্তাবক বা সমর্থক হতে পারবেন

৬। **প্রস্তাবকারী-সমর্থনকারীদের করণীয়:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্ধারিত ফরম-১ (মনোনয়নপত্র) এ প্রত্যেক প্রস্তাব পৃথক পৃথক মনোনয়নপত্রের মাধ্যমে করতে হবে প্রতিটি মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং তাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকতে হবে:

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করেছেন এবং তার সদস্য নির্বাচিত হবার বা সদস্য থাকার বিপক্ষে কোন অযোগ্যতা নেই;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাদের কেউ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোন মনোনয়ন পত্রে স্বাক্ষর দান করেননি;

(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি।

৭। **জামানত:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৩ অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফা এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৪ বিধি অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী কর্তৃক জামানতের অর্থ প্রদান ও নিম্নেবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে:

(ক) নগদ বা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিতে হবে; অথবা

(খ) জামানত হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা যে কোন ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারি অথবা সাব ট্রেজারিতে অথবা সর্বশেষ সংশোধিত কোডে জমা দিতে হবে। একটি নির্বাচনি এলাকায় প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে সে প্রার্থীর অনুকূলে শুধু একটি মাত্র জামানত প্রদান করতে হবে। অন্য মনোনয়নপত্রের সাথে চালান/রসিদ এর সত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

(গ) জামানত বাবদ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ব্যতীত মনোনয়নপত্র দাখিলকারী/প্রার্থীর নিকট হতে অন্য কোন রকমভাবে অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় বা প্রদান করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

৮। **জামানতের অর্থ জমা দেয়ার কোড:** জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা যে কোন ব্যাংক অথবা সরকারি ট্রেজারি অথবা সাব ট্রেজারিতে **৬-০৬০১-০০০১-৮৪৭৩** নম্বর অথবা **নবসৃজিত কোড ১০১০৩০২১০১৪৪৩-৮১১৩৫০১** অথবা সর্বশেষ সংশোধিত কোডে জমা দিতে হবে। নগদ হিসাবে প্রাপ্ত জামানতের অর্থ রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার ৩নং ফরমে নির্ধারিত রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন এবং নগদে অথবা ব্যাংক রসিদ অথবা ট্রেজারি চালান মারফত প্রাপ্ত জামানতের হিসাব বিবরণী রিটার্নিং অফিসারকে ২নং ফরমে নির্ধারিত রেজিস্টারে সন্নিবেশিত করতে হবে। তাছাড়া রিটার্নিং অফিসারকে নগদে প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত কোড নম্বরে সরকারি খাতে জমা দিতে হবে।

৯। **মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির সময় লিপিবদ্ধকরণ এবং প্রাপ্তি রসিদ প্রদানসহ বাছাইয়ের তারিখ অবহিতকরণ:** রিটার্নিং অফিসার প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দিবেন, মনোনয়নপত্রে দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন, কোন তারিখে ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তা সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে অবহিত করবেন ও মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। উল্লেখ্য যে, প্রাপ্তি রসিদটি মনোনয়নপত্রের সংগে সংযোজিত আছে। সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট যে মনোনয়নপত্র দাখিল হবে সেক্ষেত্রেও সহকারী রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে ক্রমিক নম্বর দিবেন, মনোনয়নপত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে মনোনয়নপত্র প্রাপ্তি রসিদ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিকট হস্তান্তর করবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে রিটার্নিং অফিসার, কখন, কোন তারিখে এবং কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন তাও জানিয়ে দিবেন। অনলাইনে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিষয়ে মনোনয়ন ফরমের পঞ্চম খণ্ড (প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ) পূরণ করে পিডিএফ ফাইলের মাধ্যমে অনলাইনে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে জানিয়ে দিবেন। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাদের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা আগামী **৩০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে বিকাল ৪.০০ ঘটিকার উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঐ দিনই সতর্কতার সাথে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

১০। **সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ:** যেহেতু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত, সেহেতু রিটার্নিং অফিসার তার অধিক্ষেত্রাধীন সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ তাঁদের নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়-সীমা উত্তীর্ণ হবার পর পরই যাতে সতর্কতার সাথে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করেন, সে বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১১। **মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত বিবরণী প্রকাশ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১২ অনুচ্ছেদের (৭) দফা অনুসারে রিটার্নিং অফিসারকে তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত

প্রার্থীর নাম, প্রস্তাবকারীর নাম এবং সমর্থনকারীর নাম ইত্যাদি মনোনয়নপত্রে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে তার বিবরণী সম্বলিত নোটিশ তাঁর কার্যালয়ের কোন দর্শনীয় স্থানে টাঙিয়ে জারি করতে হবে।

১২। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ:** মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো ও অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাচাই করার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নাম, পিতা, স্বামী (বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে) ও মাতার নাম, বর্তমান ঠিকানা বাংলা ও ইংরেজীতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত ছকে **(পরিশিষ্ট-ক)** এবং মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর নিজ নামে/মালিকানা প্রতিষ্ঠানের নামে, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ছকে তথ্য প্রয়োজন হবে:

ক্রমিক নং	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থায়ী ঠিকানা	ব্যবসায়িক ঠিকানা	ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	জেলাসহ শাখার নাম
ক) নিজ নামে					
খ) প্রতিষ্ঠানের নামে					
১					
......					

১৩। **নির্ধারিত ছকে বিবরণী প্রস্তুত করে ব্যাংক ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে প্রদান:** মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত শেষ দিনে অর্থাৎ **৩০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে উল্লিখিত নমুনায় (পরিশিষ্ট-ক) সকল মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি তে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারিদের বিভিন্ন তথ্য পুলিশ ও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ/প্রদান করতে হবে। স্থানীয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক/অন্য কোন ব্যাংকের প্রতিনিধি অথবা পুলিশ বা সেসব প্রতিষ্ঠান নিতে ইচ্ছুক হলে তা দেয়া যাবে।

১৪। **মনোনয়নপত্র দাখিল সংক্রান্ত তথ্যাবলী নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ:** মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর পরিশিষ্ট-ক তে উল্লিখিত নমুনায় বিবরণীর একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ফ্যাক্স ও বিশেষ বাহক মারফত প্রেরণ করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখে বিকাল ৪.০০ টার পর পরই উল্লিখিত বিবরণীর একটি সার-সংক্ষেপ অর্থাৎ মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর সংখ্যা, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নাম ইত্যাদি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে টেলিফোনে ও ফ্যাক্স যোগে প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম এতদসংগে দেয়া হল (পরিশিষ্ট-খ)। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য Election Management System (EMS) এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

১৫। **মনোনয়নপত্র বাছাই:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের নির্দিষ্ট দিনে রিটার্নিং অফিসার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের কাজ শেষ করবেন। মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় আইন অনুসারে প্রার্থীগন, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত (তিনি আইনজীবিও হতে পারেন) অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন। তারা যদি মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছা করেন তবে তাদেরকে সে সুযোগ দিতে হবে। উপস্থিত সকলের সামনে রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং কেহ কোন মনোনয়নপত্র সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলে তা নিষ্পত্তি করবেন। তাছাড়া কোন প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে অযোগ্যতা, প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করার যোগ্য কিনা, আদেশের ১২ অথবা ১৩ অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা অথবা প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর স্বাক্ষর আসল কিনা সে বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত যুক্তিযুক্ত মনে করলে রিটার্নিং অফিসার যে কোন মনোনয়নপত্রের বৈধতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করতে পারবেন এবং সন্তোষজনক মনে করলে মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, জারীকৃত সময়সূচি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য ০৪ (চার) দিন নির্ধারিত রয়েছে। তবে প্রথম ০২ (দুই) দিন মনোনয়নপত্রসমূহ চেকলিস্ট অনুসারে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা, স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে শতকরা ১% ভোটারের স্বাক্ষর/তথ্য যাচাই ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর সিআইবি হতে প্রতিবেদন প্রাপ্তি শেষে ক্ষেত্রবিশেষে শুনানী ও অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র বাছাই কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন হবে। কাজের সুবিধার্থে বাছাইয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখের শেষ দিনে মনোনয়নপত্রে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের আলোকে

বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে আরও উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিচয়পত্রে তথ্যের সংশোধন কার্যক্রম চলমান থাকায় মনোনয়নপত্র বাছাইকালীন প্রার্থী, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর তথ্যসহ উক্তরূপ তথ্যসমূহ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা বা সিডি বা মুদ্রিত তালিকা অনুসারে যাচাই করতে হবে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের পর কারও নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, কর্তন বা সংশোধন বা স্থানান্তর করা হলে তা আলাদাভাবে জানানো হবে।

১৬। **সারবত্তাহীন ত্রুটি:** ছোটখাট ত্রুটির জন্য কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। যদি বাছাইয়ের সময় এমন কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নজরে আসে, যা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন সম্ভব তাহলে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর দ্বারা তা সংশোধন করিয়ে নিতে হবে। কোন প্রার্থীর একটি মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণে ঐ প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি মনোনয়নপত্র বৈধ হলেই তাঁর প্রার্থীপদ অটুট থাকবে। যদি কোন প্রার্থী একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তবে বাছাইয়ের সময় একটি মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেলে অন্য মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের প্রয়োজন হবে না। মনোনয়নপত্র গ্রহণ অথবা বাতিল প্রসংগে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত মনোনয়নপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

উল্লিখিত আদেশের ১৪ অনুচ্ছেদে (৩) দফার (ঘ) উপদফার (ই) নং শর্ত অনুসারে ভোটার তালিকার কোন অন্তর্ভুক্তির শুদ্ধতা অথবা বৈধতার প্রশ্নে কোন অনুসন্ধান চালানো যাবে না। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হলফনামায় উল্লিখিত কোন তথ্য পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না।

১৭। **ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নামের শুদ্ধতা নির্ধারণ:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে দেশের যে কোন একটি এলাকার ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে। ফলে মনোনয়নপত্রে প্রার্থী ভোটার তালিকায় ক্রমিক নম্বর, ভোটার নম্বর ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরও লিপিবদ্ধ করতে হবে। ভোটার তালিকায় অনেক প্রার্থীর নামের বানান অথবা পিতার নাম, স্বামীর নাম ঠিকানা বা এ সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে নাও থাকতে পারে। ভোটার তালিকায় এ ধরনের ভুল অনেকের দৃষ্টি গোচর হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। শুদ্ধভাবে প্রার্থীর নামসহ অন্যান্য তথ্য প্রদান করতে গিয়ে ভোটার তালিকায় উল্লিখিত নাম বা অন্যান্য তথ্যের সাথে হুবহু নাও মিলতে পারে। এ ধরনের অমিলের কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। মনোনয়নপত্রে ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং, ভোটার নম্বর, ভোটার এলাকার নাম বা জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর লিপিবদ্ধকরণে কোন ভুল করলেও মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে না। অনুরূপভাবে প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীর ক্ষেত্রেও উক্তরূপ ভিন্নতা ও শুদ্ধিকরণ গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর নামের বানান ও তথ্যাদি যাচাইয়ের জন্য প্রার্থীর বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর এসএসসি পাশের সার্টিফিকেট বা অন্য কোন সার্টিফিকেট অথবা স্বীকৃত কোন পরিচয়পত্র দেখে নিশ্চিত হতে হবে।

১৮। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ:** আদেশের ১৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যে সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হবে রিটার্নিং অফিসার তাঁদের বিবরণী মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষ দিনে নির্ধারিত ৪নং ফরমে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকায় সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশিত তালিকা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে এবং উক্ত তালিকার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়েও প্রেরণ করতে হবে।

১৯। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুসারে মনোনয়নপত্র বাছাইঅন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী বা কোন ব্যাংক সংক্ষুব্ধ হলে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের **পরবর্তী ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে অর্থাৎ ০৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বিকাল ৪.০০ টার মধ্যে** প্রার্থী স্বয়ং অথবা প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যাংক আপিল দায়ের করতে পারেন। নিম্নরূপভাবে আপিল দায়ের করতে হবে:

(ক) কমিশনকে সম্বোধন করে কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট স্মারকলিপি আকারে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

(খ) আপিলের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপিলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণ আদেশের সত্যায়িত কপি সংযোজন করতে হবে।

(গ) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপিলের ১টি মূল কপিসহ মোট ৭(সাত)টি কপি দাখিল করতে হবে।

২০। **আপিল নিষ্পত্তি:** মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা আদেশের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত আপিল মাননীয় নির্বাচন কমিশন আপিল দায়েরের পরবর্তী **০৬ (ছয়)** দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন। সেই হিসেবে **১৫ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখের মধ্যে দায়েরকৃত সকল আপিল নিষ্পত্তি করা হবে।

২১। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা সংশোধন:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৪ অনুচ্ছেদের (৫) দফা অনুযায়ী আপিল মঞ্জুর করা হলে ১৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করতে হবে। সংশোধিত তালিকা আপিল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত শেষ দিনে -

(ক) উক্ত সংশোধিত তালিকা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করতে হবে।

(খ) সংশোধিত তালিকার একটি কপি নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

২২। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে যে কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী লিখিত এবং স্বাক্ষরিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে অথবা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন। এ বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে:

(ক) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি, তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত নোটিশ দ্বারা, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখে বা তার পূর্বে, তিনি স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে কোনো প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং উক্ত দলের অন্যান্য প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত (ceased) হবে।

(খ) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা ফেরত বা বাতিল করা যাবে না।

(গ) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের চেয়ারম্যান বা সচিব বা সমপদমর্যাদার কার্যনির্বাহীর তবে রিটার্নিং অফিসার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ে দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে জারী করবেন।

২৩। **সাপ্তাহিক ও ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখা:** উল্লিখিত সময়সূচি অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিশেষ করে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণের দিনসমূহ প্রতীক বরাদ্দসহ গুরুত্বপূর্ণ দিনে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের অফিস, জেলা নির্বাচন অফিস ও উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিস সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত খোলা রেখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই এবং বাছাই বা গ্রহণের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি, প্রার্থীতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ ও এই সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিনে উল্লিখিত অফিসসমূহ খোলা রাখা এবং প্রয়োজনে অফিস সময়ের পরেও অফিস খোলা রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত শেষ দিন এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত শেষ দিন বিকাল ৪.০০ টার পর কোন মনোনয়নপত্র দাখিল বা গ্রহণ করা যাবে না অথবা কোন প্রার্থী প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

২৪। **সহায়ক কর্মকর্তা নিয়োগ:** নির্বাচনি কাজে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তার জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সহায়ক কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাবে। সেই সাথে সহায়ক কর্মকর্তা নিয়োগ করে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করতে হবে।

২৫। **মনোনয়নপত্র দাখিল হতে প্রত্যাহার এবং চূড়ান্ত প্রার্থী সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ:** মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, আপিল, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী, প্রতীক বরাদ্দ এবং সর্বশেষ চূড়ান্ত প্রার্থী সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রদান করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-খ এ উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ টেলিফোনে ও

ইন্টারনেটে তথ্য সংগ্রহ করবেন। রিটার্নিং অফিসারগণও উল্লিখিত তথ্য প্রদান করার জন্য টেলিযোগাযোগ নম্বরসহ কর্মকর্তা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তাছাড়া এ সকল তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ইন্টারনেটে Election Management System (EMS) এর মাধ্যমেও প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসার এবং উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসারগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

১৬/১১/২০২৩

(মোঃ আতিয়ার রহমান)
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasanel@gmail.com

প্রাপক,

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১৯.২৩-৭২৫

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১৬ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৪. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৫. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৬. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৭. সচিব, জাপন বিভাগ/জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৮. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৯. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
১৩. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১৪. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৫. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা
১৮. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা। ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ
১৯. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২০. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ... (সকল)
২১. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
২২. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৩. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
২৪. .... ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৫. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৭. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)

২৮. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)

২৯. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩০. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩২. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

৩৩. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

৩৪. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার......................... (সকল)

৩৫. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)

৩৬. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

১৯/১১/২০২৪

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০২ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫১০
E-mail: [illegible]@gmail.com

পরিশিষ্ট-ক

মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্য

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম: ....

ক্রম	মনোনয়নপত্র দাখিলকারীগণের পূর্ণনাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	পিতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)	মাতার নাম (বাংলায় ও ইংরেজীতে)	স্বামীর নাম (বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে) (বাংলায় ও ইংরেজীতে)	ঠিকানা		মন্তব্য (মনোনয়নপত্রে ঋণ/মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য)
						স্থায়ী	বর্তমান	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮
১								
২।								
৩।								
৪।								
৫								
৬								
৭।								
৮।								
৯								

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই ও প্রত্যাহারের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্রমিক	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	নির্বাচনি এলাকা সংক্রান্ত অঞ্চল	ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর
১	২	৩	৪
১.	জনাব ইকবাল হোসেন উপসচিব (চঃদাঃ), জনবল ব্যবস্থাপনা-৩ শাখা	রংপুর অঞ্চল	০১৭১১-১১০৮১০
২.	জনাব সালাহউদ্দীন আহমদ উপসচিব (চঃদাঃ), হিসাব শাখা	খুলনা অঞ্চল	০১৭১২৫৯১১৪৪
৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপসচিব (চঃদাঃ), নির্বাচন প্রশাসন শাখা	বরিশাল অঞ্চল	০১৭১১১৮৯২৫৫ ০১৬১ ৬৪৪১১৭৮
৪.	জনাব মুহাম্মদ ফজলুর রহমান উপপরিচালক, জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা শাখা জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ	চট্টগ্রাম অঞ্চল	০১৭৩৩২৮৬০১৯
৫.	জনাব মোহাম্মদ মাসুদুল হক সিনিয়র সহকারী সচিব, বাজেট ও অর্থ শাখা	ঢাকা অঞ্চল	০১৭১৬০৩৪৩২৫
৬.	জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আলম সিনিয়র সহকারী সচিব, গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা	সিলেট অঞ্চল	০১৮২৭-৬৪৯৭৭৫
৭.	জনাব মোহাম্মদ শাহজালাল সিনিয়র সহকারী সচিব নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-২ শাখা	কুমিল্লা অঞ্চল	০১৭২৫৯৭০৪৭১
৮.	আফরোজা পারভীন সহকারী সচিব, সংস্থাপন-২ শাখা	ফরিদপুর অঞ্চল	০১৭১২৬৮০৪৯১
৯.	জনাব মোঃ ইলিয়াছ কামাল রিসাত সহকারী সচিব, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা শাখা	ময়মনসিংহ অঞ্চল	০১৮৩০১৪৭৮৪৭
১০.	আরিফা বেগম সহকারী সচিব, নিরীক্ষা শাখা	রাজশাহী অঞ্চল	০১৫৫২-৪০৯২৮৪